সমকাল

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২.....

শাবিতে সেদিন যা ঘটেছিল

সিসিটিভি ফুটেজ ▼

ভিসিকে অফিসে প্রবেশে বাধা দিচ্ছেন এক শিক্ষক

সেই শিক্ষককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছেন ছাত্রলীগ কর্মীরা

ছাত্রলীগ কর্মীকে ঘাড় ধরে মারলেন আরেক শিক্ষক

■ চয়ন চৌধুরী, *সিলেট* ও তন্ময় মোদক, *শাবি*

সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে। আন্দোলনরত শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার আগে সে শিক্ষকরাই তাকে লাঞ্ছিত করেছেন বলে অভিযোগ করছেন উপাচার্য। এরই মধ্যে এ ঘটনায় সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তিন নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের আরও চার কর্মীকে শাবি থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে। ঘটনার পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করলেও গতকাল তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ভিসিবিরোধী শিক্ষকরা। পাঁচ মাস ধরে চলে আসা ভিসিবিরোধী আন্দোলনকে হঠাৎ বিস্ফোরণোন্মুখ করে দেওয়া ৩০ আগস্টে ভিসি অফিসের সামনে আসলে কী ঘটেছিল? সমকালের কাছে আসা সেদিনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও বিভিন্নজনের মোবাইলে ধারণকৃত ভিডিও ফুটেজ থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজের শুরুটা হয়েছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে; ঘড়িতে তখন ভোর ৫টা। ঠিক দুই মিনিটের মাথায় মোটরসাইকেলের হেডলাইটের আলোয় চারদিক ফর্সা হয়। ফুটেজে পরপর ভেসে ওঠে ছাত্রলীগের দুই নেতা আবু সাঈদ আকন্দ (সিনিয়র সহসভাপতি) ও অঞ্জন রায়ের (সহসভাপতি) ছবি। তারা এসেই ভিসি অফিসের নিরাপত্তারক্ষীকে গেট খুলে দিতে বলেন। নিরাপত্তারক্ষী গেট খুলে দেওয়ার পর তাদের বসার জন্য কিছু পত্রিকা এনে দেন। ভোর ৫টা ৮ মিনিটে ছাত্রলীগের আরেক নেতা সাজেদুল ইসলাম সবুজ (যুগ্ম সম্পাদক) ও কর্মী তরিকুল ইসলামকে ভিসি অফিসের গেটে আসতে দেখা যায়। শুরুতে তারা সিঁড়িতে পত্রিকা বিছিয়ে বসলেও ভোর ৫টা ২০ মিনিটে তারা সেখানে চেয়ার পেতে বসেন। এ সময় চারজনকেই মোবাইল ফোনে কথা বলতে দেখা গেছে।

ভোর ৫টা ৩২ মিনিটের পর থেকে দু-একজন করে ভিসি অফিসের গেটে আসা শুরু করেন। ভোর ৫টা ৪১ মিনিটে এক পুলিশ সদস্যকে তরিকুলের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় ভিসি অফিসের সামনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজে।

ভোর ৬টার দিকে ভিসি অফিসের সামনে ছাত্রলীগের ২৫-৩০ কর্মীকে জড়ো হয়ে সিঁড়িতে এবং নেতাদের চেয়ারে বসে থাকতে দেখা যায়। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের সাঈদ, অঞ্জন, সবুজ ও তরিকুল ভিসি অফিসের ভেতরে চলে যান এবং সাড়ে ৬টার দিকে তারা ফের গেটে চলে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শাবিতে সেদিন যা ঘটেছিল

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

আসেন। তবে মিনিট পাঁচেক পর তাদের বসার চেয়ারগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়। সকাল ৭টা ১২ মিনিট পর্যন্ত এভাবে দফায় দফায় ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীদের ভিসি অফিসের ভেতরে যেতে ও বাইরে আসতে দেখা যায়।

সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান খানের গ্রুপের ধনী রাম রায়সহ কয়েকজন কর্মী একযোগে সেখানে এসে পৌঁছান। সকাল ৮টার দিকে সিঁড়িতে বসা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যে হঠাৎ উত্তেজনা দেখা দেয়। ৮টা ১০ মিনিটে ধনী রাম রায়সহ কয়েকজন সিঁড়ি থেকে নেমে সামনের রাস্তার দিকে রওনা হন।

সকাল ৮টা ১২ মিনিটে ধারণকৃত আরেকটি ভিডিও ফুটেজে ছাত্রলীগ কর্মীদের ভিসি অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়াকে ঘিরে রেখে অফিসের দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষকরা ব্যানার নিয়ে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে ভিসি রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর নেমে অফিসের দিকে দ্রুত এগিয়ে যান। ওই ফুটেজে ভিসিকে উদ্দেশ করে আন্দোলনরত শিক্ষকদের মধ্য থেকে কটূক্তি করতে শোনা যায়। অবশ্য ওই শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে বাধা দেওয়ার আগেই ভিসিকে নিয়ে এগিয়ে যান ছাত্রলীগ কর্মীরা।

ভিসি অফিসের সিসি ফুটেজ অনুযায়ী, ছাত্রলীগের কর্মীরা রাস্তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঠিক পরমুহূর্তেই ভিসি অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়াকে গেটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

তিনি গেটের বাঁপাশ দিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে আন্দোলনরত শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. ইউনুছকে পথ আগলে দাঁড়াতে দেখা যায়। এ সময় ভিসি তাকে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এর মধ্যেই ধনী রাম রায়সহ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী অধ্যাপক ইউনুছকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হন। তাৎক্ষণিকভাবে আন্দোলনরত আরেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল গণি তাকে ধরে ফেলায় তিনি মাটিতে পড়েননি।

এ ছাড়া অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক এ সময় ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়ে যান। এদিকে ভিসি দ্বিতীয় তলায় তার রুমে চলে গেলে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতা সহযোগী অধ্যাপক ফারুক উদ্দিন সামনে এগিয়ে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ধনী রাম রায়কে জাপটে ধরেন। এ সময় শিক্ষক ফারুক উদ্দিনকে দেখা যায় ছাত্রলীগ কর্মী ধনী রামকে মারতে দেখা যায় সিসিটিভি ফুটেজে। এসব ঘটনার মধ্যে জালালাবাদ থানার ওসি আখতার হোসেনকে জোড়হাতে শিক্ষকদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে দেখা যায়।

মিনিট খানেকের মধ্যে এত ঘটনার শেষে ভিসি অফিসের সামনের গেটে অবস্থান নেন আন্দোলনরত শিক্ষক অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক ও অধ্যাপক ড. মো. ইউনুছ। এ সময় সামনে কাউকে লক্ষ্য করে তাদের উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে দেখা যায়।

এর মধ্যে ভিসি অফিসের ভেতর থেকে সহকারী অধ্যাপক ফারুক উদ্দিন বেরিয়ে এলে তাকে টেনে নিয়ে সিসি ক্যামেরার আওতার বাইরে চলে যান অধ্যাপক ইউনুছ। কিছুক্ষণ পর, ভিসি অফিসের নিচতলা থেকে ব্যানারসহ বেরিয়ে আসেন আন্দোলনরত শিক্ষকদের নেতা 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ'র আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সামসুল আলমসহ আরও কয়েকজন শিক্ষক। তারা চলে গেলেও অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হক ও অধ্যাপক ড. রোকসানা বেগমু ভিসি অফিসের গেটে অবস্থান নেন। এ সময় 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তচিন্তা চর্চায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ'র আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আখতারুল ইসলাম এবং ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. রাশেদ তালুকদার ভিসি অফিসে প্রবেশ করতে চাইলে ড. ইয়াসমিন হককে তাদের বাধা দিতে দেখা যায়।

একপর্যায়ে অধ্যাপক ড. আখতারুল ইসলাম ও অধ্যাপক ড. রাশেদ তালুকদারসহ কয়েকজন শিক্ষক ভিসি অফিসের ভেতরে চলে যান। সকাল সোয়া ৮টার দিকে ভিসি ভবনের সামনে সমবেত হওয়া আন্দোলনরত শিক্ষকদের হাত থেকে ছাত্রলীগের কর্মীদের ব্যানার কেড়ে নিতে দেখা যায় আরেক ফুটেজে। একপর্যায়ে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী ব্যানার কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যান। ওই ফুটেজে সহযোগী অধ্যাপক ফারুক উদ্দিনের সঙ্গে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মীর ধস্তাধস্তি হতে দেখা যায়। এ সময় আরও কয়েকজন শিক্ষক তাকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন।

এদিকে ভিসি অফিসের সামনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ অনুযায়ী সকাল ৮টা ৫৪ মিনিট পর্যন্ত ভিসি অফিসের গেটে ড. ইয়াসমিন হক ও ড. রোকসানা বেগমকে পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এ সময় সিঁড়িতে ছাত্রলীগের কর্মীরা অবস্থান নিতে এলে তাদের লক্ষ্য করেও কিছু বলেন ড. ইয়াসমিন হক। সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে কয়েকজন নারী পুলিশ এসে ড. ইয়াসমিন হক ও ড. রোকসানাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন।